সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ১৯৬
(WEEKLY BOOKLET 196)

নিজের পেরেশানি প্রকাশ করা কেমন?

- বিনা প্রয়োজনে কষ্ট প্রকাশ করবেন না
- প্রাণের সদকা কোন জিনিস দ্বারা দেয়া উত্তম?
- বিপদাপদের ফযিলত ও ২০টি রূহানী চিকিৎসা

উপস্থাপনায়:
আল-জামিআতুল ইসলামিয়া মাহমুদিয়া
(দা'ওয়াহ ইনস্টিটিউট)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই পুস্তিকার বিষয়বস্তু **আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র**, পর্ব ১০৬ থেকে নেয়া হয়েছে

নিজের পেরেশানি প্রকাশ করা কেমন?[১]

আত্তারের দোয়াঃ হে **মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর প্রতিপালক**! যে ব্যক্তি এই **"নিজের পেরেশানি প্রকাশ করা কেমন?"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে **তোমার** সন্তুষ্টির জন্য বিপদে ধৈর্যধারন এবং অসংখ্য প্রতিদান প্রদান করো আর তাকে জান্নাতুল ফিরদাউসে **তোমার** প্রিয় নবী হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতিবেশিত্ব নসীব করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ** করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করবে। **(তিরমিযী, ২/৭২, হাদীস ৪৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১.. এই পুস্তিকাটি ১৬ জুমাদিউল উলা ১৪৪১ হিজরী অনুযায়ী ১১ জানুয়ারী ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারার লিখিত গুলদস্তা, যা আল মদীনাতুল ইলমিয়ার "আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র" বিভাগ সম্পাদন করেছে। **(আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ)**

নিজের পেরেশানি প্রকাশ করা কেমন?

প্রশ্নঃ ধৈর্য এর সহ্যের মধ্যে পার্থক্য কি? নিজের পেরেশানিও কি কাউকে বলা যাবে না?

(মুহাম্মদ আমির আত্তারী, কলম্বো, শ্রীলঙ্কা)

উত্তরঃ সম্ভবত ধৈর্যের অর্থ সহ্যই হয়ে থাকে। আর রইলো এই প্রশ্ন যে, "নিজের বিপদাপদ সম্পর্কে অন্যকে বলা" এতে অনেক সময় অধৈর্য সামনে এসে যায়। যদি কোন বুযুর্গ, মসজিদের ইমাম বা আলিমে দ্বীনকে নিজের বিপদাপদের কথা এই কারণে বলা হচ্ছে যে, তিনি তার জন্য দোয়া করবে, অথবা কোন ডাক্তারকে বলছে, যাতে সে তার রোগের চিকিৎসা করতে পারে এবং এতটুকুই বলছে যতটুকু বলার প্রয়োজন, তবে তা অধৈর্যের অন্তর্ভূক্ত হবে না আর সাওয়াবও নষ্ট হবে না। অনেকে ডাক্তারকে নিজের অসুস্থতার কথা বলতে গিয়েও অনেক বেশি বাড়িয়ে বলে। জ্বর হলো তবে বলবে যে, "প্রচন্ড জ্বর।" ব্যাথা হচ্ছে তখন বলবে যে, "প্রচন্ড ব্যাথা হচ্ছে।" যদি বেশি হয় তবে বেশি বলাতে সমস্যা নাই, কিন্তু অনেক সময় এমন হয় না। পূর্বে বলা হতো যে, "দাওয়াখানায় যাচ্ছি, বা আম্মাকে দাওয়াখানায় নিয়ে যাচ্ছি।" এখন বলে যে, "আম্মাকে হাসপাতালে নিয়ে

যাচ্ছি।” কেননা হাসপাতালের নামটি প্রভাবময়। এর জন্য সহানুভূতি অর্জনের লক্ষ্যে এই শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে, অথচ এর পরিবর্তে ক্লিনিকও বলা যেতো। হাসপাতালের নাম শুনে মানুষ একটু হতভম্ব হয়ে যায়, এই কারণে যদি হাসপাতালে গেলেও এটা স্পষ্ট করে দেয়া উচিৎ যে, “শুধু চেকআপ করাতে হাসপাতালে যাচ্ছি।” নিজের বিপদাপদ প্রয়োজনে বলা যাবে, বাড়িয়ে বলবে না।

অনেকে এমনিতে নরমাল থাকে, কিন্তু কাউকে দেখতেই অসুস্থ রোগীর মতো চেহারাকে বানিয়ে নেয় এবং রোগীর মতো আচরণ করে। আমি এক জায়গায় রোগী দেখার জন্য গেলাম, সে সাধারণভাবে বসে ছিলো, কিন্তু আমাকে দেখতেই শুয়ে পরলো এবং চাদর জড়িয়ে নিলো, এটা তার নসীব যে, আমি তাকে আগে দেখে ফেলেছি। যাই হোক! আমিও তাকে কিছুই বলিনি যে, “নাটক বন্ধ করো!” যাতে সে লজ্জিত না হয়, কিন্তু স্পষ্টতই তা অভিনয়ই ছিলো যে, কেউ দেখতে এলে তাকে অসুস্থ হয়ে দেখাও যাতে সে সহানুভূতি প্রকাশ করে। যে মিথ্যা নিজের অসুস্থতা প্রকাশ করে তার জন্য হাদীসে পাকে সতর্কতা বিদ্যমান যে, সে যেমনটি প্রকাশ করছে, তেমনি অসুস্থ্য হয়ে যেনো না যায়।

(ফেরদাউসুল আখবার, ২/৪২১, হাদীস ৭৬২৪)

এই কারণে যদি কারো সামনে প্রকাশ করতে হয় তবে এতটুকুই করবে, যতটুকু করার প্রয়োজন রয়েছে। আজকাল মানুষ সকল প্রকার রোগ এমনকি দোষণীয় রোগও প্রকাশ করে দেয়। অথচ একটা সময় ছিলো যে, পেটে ব্যথা হলেও তা বলতে লজ্জা করতো। হ্যাঁ! প্রয়োজনে ডাক্তারকে বলা যেতে পারে, কিন্তু তাকে বলাতেও উত্তম শব্দাবলী নির্বাচন করতে হবে যে, "সামান্য পেটের সমস্যা।" হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ঘটনাটি উদ্ধৃত করেন যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বগলে ফোঁড়া হয়েছিলো। কেউ পরীক্ষার করার জন্য বলল যে, দেখি! তিনি কি উত্তর দেন? জিজ্ঞাসা করলো: কি হয়েছে? তিনি বললেন: হাতে ভেতরের দিকে ফোঁড়া হয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৫১) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "বগল" শব্দটি বলতেও লজ্জা করেন। আমাদের মধ্যে কেউ হলে তকে সম্ভবত হাত উঠিয়ে বগলও দেখিয়ে দিতো। আমাদের এখানে তো যেখানে যেখানে ব্যথা অনেক সময় সেখানকার পুরো চিত্র বর্ণনা করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে "লজ্জাশীল ওসমান" এর সদকা নসীব করুন এবং লাজ লজ্জার দৌলত দান করুন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান গণী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এমন লজ্জাশীল ছিলেন

www.dawateislami.net

যে, কক্ষেও পোশাক পরিবর্তন করতে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে যেতেন। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১/১৬০, হাদীস ৫৪৩)

বিনা প্রয়োজনে কষ্ট প্রকাশ করবেন না

প্রশ্ন: অনেক সময় মানুষ যখন কারো সামনে অভিযোগ অনুযোগ করে এবং অপরজন নম্রতা করে বলে যে, "ধৈর্যধারণ করুন!" তখন সে উত্তরে বলে: "ব্যস ভাই, ধৈর্যই তো করছি।" এদের ব্যাপারে কি বলবেন?

(রুকনে শূরা আবু হাসান হাজী মুহাম্মদ আমিন আত্তারী)

উত্তর: হাদীসে পাকে রয়েছে যে, "ধৈর্য তো প্রথম আঘাতেই হয়ে থাকে।" (বুখারী, ১/৪৩৪, হাদীস ১২৮৩) পরবর্তীতে তো ধৈর্য এসেই যায়। তাই যখনই কষ্ট আসে বান্দা কথা বলবে না, ব্যস চুপ হয়ে যাবে এবং নিজের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দ্বারাও এমনভাবে প্রকাশ করবে না, যাতে সামনের জন্য বুঝে যায় যে, তার কোন কষ্ট রয়েছে, কেননা যদি কেউ যদিও চুপ থাকে, কিন্তু মুখ বিকৃত করে, আহ, উহ করে তবে স্বভাবতই সামনের জন জিজ্ঞাসা করবে যে, কি হয়েছে? এতে বান্দা বলে যে, সে কি নিজে থেকে বলেছে, জিজ্ঞাসা করেছে বলেই তো বলেছে, অথচ সে নিজের শরীর বা চেহারায় বোর্ড ঝুলিয়ে রেখেছিলো, আমাকে জিজ্ঞাসা করো যে, তোমার কি

কষ্ট হচ্ছে? তাইতো সে জিজ্ঞাসা করেছে। এভাবে বিভিন্ন টেকনিক (Technique) হয়ে থাকে। اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ (অর্থাৎ আমল তার নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল) (বুখারী, ১/৬, হাদীসঃ ১) বিনা প্রয়োজনে কারো সামনে কষ্ট প্রকাশ করাতে ধৈর্যের মর্যাদা হাতছাড়া হয়ে যায়। আর এটি খুবই কঠিন একটি কাজ, কেননা যদি কারো মোবাইল ছিনতাই হয়ে যায় বা পকেটমার হয়ে যায় তবে সে হাসিখুশি চুপচাপ মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করবে না, বরং মানুষকে ধরে ধরে বলবে যে, "অস্ত্র ধরে আমার মোবাইল নিয়ে নেয়া হয়েছে, আমাকে মারার ধমক দেয়া হচ্ছে, ঝগড়া করলে তখন ফায়ার করে দেয়।" এভাবে বান্দা সহানুভূতি অর্জন করে থাকে। অনেক সময় বিপদের কথা শুনেও সামনের জনের কানে যায় না আর বান্দার নাক কাটা যায়, সামনের জন্য শুধু "আচ্ছা" বলেই চলে যায়, তাই বান্দাকে কেন বলবেন! **আল্লাহ পাকে**র দরবারে আরয করুন এবং দোয়া প্রার্থনা করুন, দোয়া প্রার্থনা করা অধৈর্য নয়। ঘরে চুরি হয়ে গেলো বা আগুন লাগলো অথবা কোন ক্ষতি হয়ে গেলো কিংবা বাচ্চা ও মা বাবা অসুস্থ হয়ে গেলো তবে বিনা প্রয়োজনে কাউকে বলবেন না, বলতে হলে তবে প্রয়োজন টুকুই বলুন। ১০০ জনকে বলার

প্রয়োজন হলে ১০০ জনকে বলুন অন্যথায় একজনকেও নয়। যেমন; ঘরে কারো ইন্তিকাল হওয়া একটি বিপদ, বরং বান্দার উপর বেদনার পাহাড় ভেঙ্গে পরে। এখন এই অবস্থায় বান্দা মানুষকে এই বিপদের কথা জানাবে, কেননা তারা জড়ো হবে এবং জানাযা পড়বে। এই অবস্থাটি সঠিক। এতেও কান্নাকাটি করা এবং এমনভাবে বেদনা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যাকে অধৈর্য বলা হয়। অশ্রু বর্ষণ করা অধৈর্য নয়, কেননা এটা এমনিতেই আসে। এমন চেহারা বানাবে না যার মাধ্যমে কষ্ট প্রকাশ পায়, যেমন; মহিলাদের মাঝে এই স্বভাব বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায় যে, একাকী হয়ে তো চুপ থাকে, কিন্তু যখনই কাউকে পায় বা কেউ সমবেদনা জানাতে আসে, তবে কান্নাকাটি শুরু করে দিবে এবং বলবে যে, এমন হয়ে গেছে। এরূপ প্রভাব কিছুটা পুরুষদেরও থাকে। এটাই হলো অধৈর্য। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে সত্যিকার অর্থে ধৈর্য দান করুন। ধৈর্য হলো জান্নাতের ভান্ডার। আহ! যদি আমাদেরও নসীব হয়ে যেতো। নফস ও শয়তান ধৈর্যধারণ করতে দেয় না, কেননা জান্নাতের ভান্ডার যখন এতই সহজে পাওয়া যাচ্ছে তো নফস ও শয়তান কেন তা অর্জন করতে দিবে! আমরা **আল্লাহ পাকে**র নিকট কল্যাণময় তৌফিকের আবেদন করছি যে, আমাদেরকে বাস্তবিক ধৈর্য

দান করো এবং ধৈর্যধারণকারী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সদকা নসীব হয়ে যাক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

সেলফি তুলতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করা কি আত্মহত্যা?

প্রশ্ন: যারা উচূঁ স্থান থেকে সেলফী (Selfie) নিতে গিয়ে মারা যায়, তাদের উপর কি আত্মহত্যার হুকুম আরোপ হবে?

উত্তর: তারা জেনেশুনে নিজের প্রাণ শেষ করে না, তাই তাদের উপর আত্মহত্যার হুকুম আরোপ হবে না। তবে অবশ্যই এরূপ করা তাদের জন্য শরয়ীভাবে সঠিক ছিলো না। কোরআনে করীমে রয়েছে: وَلَا تُلۡقُوۡا بِاَیۡدِیۡکُمۡ اِلَی التَّهۡلُکَةِ (পারা ২, সূরা বাকারা: ১৯৫) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর নিজেদের হাতে ধ্বংসে পতিত হয়োনা)। এরা নিজেদের বাহাদুরী বরং বোকামীর ফাঁদে পরে শুধু এটাই দেখানোর জন্য যে, "আমি অনেক বড় সাহসী, দেখো! আমি কিভাবে সেলফী তুলি।" নিজের জীবনকে বিপদে টেলে দেয় আর অনেক সময় মৃত্যুর মুখে চলে যায়। কেউ ট্রেনের সাথে লেগে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় তো কেউ ছাদ বা কোন ভবন থেকে পরে যায়। কিছুদিন পূর্বে ভারতের একটি ভিডিও ভাইরাল

হয়েছিলো, যাতে এক মুসলমান যুবক বাঘের সাথে সেলফী তুলতে গিয়ে উঁচু দেয়াল থেকে বাঘের খাঁচায় পরে গিয়েছিলো আর বাঘ তাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু এরই মধ্যে সেই যুবকের হার্টফেল হয়ে গিয়েছিলো। **আল্লাহ পাক** তাকে ক্ষমা করুন এবং রহমত বর্ষন করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সেলফী খুবই ভয়ঙ্কর একটি বিষয়, তবে অনেক সময় ভয়ঙ্কর নাও হতে পারে, কিন্তু এর কারণে মানুষ একটি ব্যস্ততা পেয়ে গেছে। মৃত্যু যদি লিখা থাকে তবে কোন বাহানাও এসে যায় এবং মানুষ বুঝতে পারেনা, যার কারণে মানুষ এমন কোন আচরণ করে বসে অতঃপর মৃত্যুর মুখে চলে যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে রক্ষা করো।

তাকদীরে সব লিখা আছে, তো পরিশ্রম কেন করবো?

প্রশ্ন: যদি তাকদীরে সবকিছু লিখে দেয়া হয়, তবে আমাদের পরিশ্রম করা আবশ্যক কেন?

উত্তর: যদি তাকদীরে প্রচন্ড ঠান্ডায় থরথর করে মৃত্যু লিখে দেয়া হয় তবে গরম কাপড় কেন পড়ো!! যদি কিসমতে চুরি লিখে দেয়া হয় তবে দরজা বন্ধ করার কি প্রয়োজন!!

টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুকানোর কি প্রয়োজন!! দরজা খোলা রাখো! মালামাল বের করে গলিতে রেখে দাও! তাকদীরে লিখা হলে তবে চুরি হয়ে যাবে অন্যথায় চুরি হবে না, বরং কেউ দেখবেও না। সকল কিছুতে আপনি তদবীর (চেষ্টা) করেন, তাকদীরের উপর ছেড়ে দেননা, কিন্তু কিছু ব্যাপার তাকদীরের উপর ছেড়ে দেন, যেমন; কিছু নির্ভিক ধরনের মানুষ বলে যে, "আরে! যদি তাকদীরে জান্নাত থাকে তবে পেয়ে যাবে, অন্যথায় দোযখ পাবে।" (مَعَاذَ الله) তাদকীদের ব্যাপারে কথা আলোচনা করতে হাদীসে পাকে হযরত সিদ্দিকে আকবর ও হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا কেও নিষেধ করা হয়েছিলো। (মু'জামু কবীর, ২/৯৫, হাদীস ১৪২৩) তাই তাকদীরের ব্যাপারে আলোচনা করবে না। আমাদের কাজ শুধুমাত্র এতটুকুই যে, "وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللهِ تَعَالٰى۔ অর্থাৎ খারাপ ও ভাল তাকদীর **আল্লাহ**র পক্ষ থেকেই।" আমাদের **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। তাকদীরে অনেক কিছু স্থগিতও থাকে। (বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/১৪) যেমন; স্কুটারে গেলে তবে এক্সিডেন্ট হবে, স্কুটারে না গেলে এক্সিডেন্ট হবে না। এটাকে "তাকদীরে মুয়াল্লাক" বলা হয়। এটাও **আল্লাহ পাক** জানেন যে, সে স্কুটারে যাবে কিনা, কিন্তু **তাঁর** জানা

তাকে স্কুটারে যাওয়া বা না যাওয়ার জন্য বাধ্য করেনি। যেমন; ঔষধের বোতলে Expiry date লিখা থাকে, কোম্পানি ওয়ালাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, এই ঔষধ কতদিন কার্যকর থাকবে, কিন্তু তাদের Expiry date লিখার কারণে সেই ঔষধ Expire হওয়াতে বাধ্য নয়, যদি কোম্পানি ওয়ালারা নাও লিখতো তবুও ঔষধ সেই তারিখেই Expire হয়ে যেতো, অতএব লিখাতে ও না লিখাতে কোন প্রভাব পরলো না। অনুরূপভাবে তাকদীরও এমন নয় যে, **আল্লাহ পাক** লিখে দিয়েছেন, তাই বান্দাকে করতে হচ্ছে, বরং বান্দা যেরূপ করতো, **আল্লাহ পাক** তেমনই **তাঁর** জ্ঞান দ্বারা লিখে দিয়েছেন। (বাহারে শরীয়ত, ১/১১, ১ম অংশ) **আল্লাহ পাক** সবকিছুই জানেন, **তাঁর** নিকট কোন কিছুই গোপন নয়।

ভয় দূর করার রূহানী চিকিৎসা

প্রশ্ন: রাতে হঠাৎ চোখ খোলার পর অনেক ভয় লাগে, এমতাবস্থায় কি করবো? **(SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)**

উত্তর: যদি এমন হয় তবে "يَا رَءُوْفُ، يَا رَءُوْفُ" পাঠ করতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله ভয় দূর হয়ে যাবে।

সত্যবাদীতাই মহত্ব

প্রশ্ন: সত্য সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন, মানুষ সত্যকে গুরুত্ব দেয়না।

উত্তর: একটি বাক্য রয়েছে: "সতর্কতা অবলম্বনকারী দূর্ঘটনা থেকে নিরাপদ থাকে।" অজ্ঞতার অবস্থা এত ছাড়িয়ে গেছে যে, এখন লোকেরা বলে যে, "মিথ্যা ব্যতীত উপায় নেই, মিথ্যা না বললে তো অমুক অমুক কাজ হবে না।" অথচ এমন নয়। সত্যের জীবন অতিবাহিতকারীরা অতিবাহিত করছে। সত্য **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্য গোলাম, যাঁদের মাযারে আজ বাতি জ্বলছে, যাঁদের ওরশ উদযাপন করা হচ্ছে এবং ইসালে সাওয়াব করা হচ্ছে, তাঁরা দুনিয়ায় সত্যের সহিত জীবন অতিবাহিত করেছে, এই কারণেই, আজ তাঁদের নিকট মানুষের ঢেউ লেগে আছে। কোরআনে করীমে হুকুম হচ্ছে: وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (۱۱۹) (পারা ১১, তাওবা: ১১৯) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আর সত্যবাদীদের সাথে থাকো)। এটা প্রচন্ড ভূল ধারণা যে, "সত্যের যুগ নেই, বা মিথ্যা ব্যতীত উপায় নেই।" মূলত মানসিকতা খারাপ হয়ে গেছে, তাই এমন কথা বলা হচ্ছে, অন্যথায় বাস্তবতা এটাই যে, সত্যবাদীতাই মহত্ব, মিথ্যায় কোন মহত্ব নেই, বরং

ধ্বংসই রয়েছে, তাই সর্বদা সত্য বলা উচিৎ। হাদীসে মুবারাকায় সত্যের ফযীলত বিদ্যমান। (বুখারী, ৪/১২৫, হাদীস ৬০৯৪)

ব্যবসায় মিথ্যা বলে স্পষ্টত এটা মনে হয় যে, লাভ হয়েছে, কিন্তু হয়তো এই আগত লাভ শান্তি কেড়ে নিলো। আপনি যদি ধনীদের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখেন তবে আপনার সুখী খুবই কম পাবেন। তারা ভাল কাপড় পরিধান করে আপনার সামনে বসে আছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অধিকাংশই ভেঙ্গে আছে। কারো এই টেনশন তো কারো ঐ টেনশন। এটা নয় যে, এসবই মিথ্যা বলার কারণেই হয়েছে, বলার উদ্দেশ্য হলো যে, এই যুগে মিথ্যা বলা ব্যতীত অধিক সম্পদ জমা করা দূরহ। তাছাড়া ব্যবসার মাসআলাও জানেনা, এভাবেও গুনাহে পতিত হয়ে যায়। যদি মিথ্যা বলে বিক্রি হয়েও যায় তবে এতে বরকত ও কল্যাণ হবে না। কখনো তা অসুস্থতায় চলে যাবে বা কখনো ডাকাতরা নিয়ে যাবে। যদি কারো সাথে এমন হয় তবে এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, তার সম্পদ হারাম ছিলো, আমি একটি জেনারেল কথা বলছি। মিথ্যা বলে যদি অধিক সম্পদ এসেও যায় তবে তাতে বরকত ও শান্তি নেই। যে গরীব লোক ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ হবে, তাকে আপনি প্রশান্ত হিসেবে পাবেন, তার

দুনিয়াও প্রশান্তিময় হয়ে তাকে, কেননা তার ফুটপাতেও ঘুম চলে আসে আর তার অপহরণ হওয়ার বা ডাকাতি হওয়ারও ভয় থাকে না, কেননা তার নিকট এত সম্পদ নেই, যার কারণে তার ভয় থাকবে। আর এরূপ গরীব হাদীসে পাক অনুযায়ী ধনী লোকদের চেয়ে ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতেও চলে যাবে। (তিরমিযী, ৪/১৫৭, হাদীস ২৩৫৮) ধনীরা এই কারণে আটকে থাকবে যে, তাদেরকে তাদের সম্পদের হিসাব দিতে হবে এবং যদি সম্পদ হারামের হয় তবে আযাবও হবে। যেই গরীব লোক অভিযোগ অনুযোগ করে বা অপরের সম্পদের দিকে নযর রাখে, তাদের জন্য এই ফযীলত নেই।

(শরহে বুখারী লিইবনে বাত্তাল, ১০/১৭৩)

যাইহোক! মিথ্যা বলে সাময়িকভাবে মুক্তি পেয়ে গেলেও, তবুও মিথ্যুক ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস শেষ হয়ে যায়, ধীরে ধীরে মানুষ জেনে যায় যে, তার কথার কোন ঠিক নেই, অতঃপর সে মানুষের মাঝে দূর্নাম হয়ে যায়। পরবর্তীতে সত্য বললেও লোকেরা তার কথাকে মিথ্যা মনে করে। যেমন; এক রাখাল ছাগল ছড়াতো, একবার সে ঠাট্টা করে জঙ্গলের উঁচু একটি টিলায় উঠে চিৎকার শুরু করলো যে, "বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে।" নিকটস্ত বসতীর লোকেরা লাঠি, বর্শা এবং যা পেয়েছে তা নিয়ে দৌড় দিলো, কিন্তু যখন আসলো তখন

রাখাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিলো। এভাবে আরো কয়েকবার হলো। একবার সত্যিই বাঘ এসে গেলো। রাখাল আবারো টিলার উপর উঠলো এবং চিৎকার করতে লাগলো: "বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে।" লোকেরা শুনলো তখন বললো যে, সে মিথ্যা বলছে, তার কোন ভরসা নেই! পরে যখন লোকেরা সেখান দিয়ে গেলো তখন দেখলো যে, বাঘ তাকে ছিঁড়ে ফেললো এবং তার ছাগলগুলোও পালিয়ে গিয়েছিলো, বা তার ছাগলগুলোকেও বাঘ খেয়ে নিলো এবং রাখাল বেঁচে ছিলো, সে লোকদের বললো যে, তোমরা কেন আসোনি? লোকেরা বললো: পূর্বে তুমি মিথ্যা বলেছিলে, তাই আমরা মনে করেছিলাম যে, এবারও তুমি মিথ্যা বলছো। এভাবে তার মিথ্যার কারণে সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। মিথ্যায় উভয় জগতেই ক্ষতি রয়েছে এবং এর অসংখ্য আযাব রয়েছে।

(বুখারী, ৪/১২৫, হাদীস ৬০৯৪)

প্রাণের সদকা কোন জিনিস দ্বারা দেয়া উত্তম?

প্রশ্ন: মানুষ বিভিন্ন জিনিসের সদকা দেয়, যদি প্রাণের দিতে হয় তবে কোন জিনিস দ্বারা দেয়া উত্তম?[১]

১... এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ থেকে রাখা হয়েছে, আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত।
(আমীরে আহলে সুন্নাতের বানীসমগ্র বিভাগ)

উত্তরঃ প্রাণের সদকা দিতে হলে তবে প্রাণীর প্রাণের সদকা দিন। যেমন; কেউ সফরে যাচ্ছে তবে তার জীবিত ও নিরাপত্তার সহিত ফিরে আসার জন্য বা কেউ অসুস্থ্য তবে তার সুস্থ্যতার জন্য কোন মুরগী ইত্যাদি হালাল প্রাণী জবাই করুন, বা কাউকে জীবিত দিয়ে দিন যে, এটি জবাই করে দিও। কিন্তু এতে রিক্স ফ্যাক্টর হলো যে, হতে পারে যাকে জীবিত দেয়া হলো, সে তা জবাই না করে বিক্রি করে দিলো। যেমন; কোন পথ চলা ফকীরকে জীবিত দিয়ে দিলো, এখন সে রান্না করবে কোথায়? তাই সে গিয়ে বিক্রি করে দিবে, এই অবস্থা ছাগলের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। তাই নিজের সামনেই জবাই করুন বা কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে দিন, বললো যে, জবাই করে দিবো। এটি একটি উত্তম পন্থা বর্ণনা করলাম, আর যদি কাউকে জীবিক দিলো এবং সে বিক্রি করে দিলো তবে তা জায়িয এবং খয়রাত বলা হবে। আমি প্রায় চেষ্টা করি যে, নফল সদকার জন্য "খয়রাত" শব্দটি ব্যবহার করার। আরবীতে "খয়রাত" খে'র তথা কল্যাণ এর বহুবচন। উর্দূতে (ও বাংলায়) **আল্লাহ**র পথে কোন কিছু দেয়াকে খয়রাত বলা হয়। সদকার অর্থ অনেক ও প্রশস্ত। মুসলমানের সামনে মুচকী হাসিও সদকা। (তিরমিযী, ৩/৩৮৪, হাদীস

১০৬৩) রাস্তা থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু যেমন; পাথর এবং কাঁটা ইত্যাদি সরিয়ে দেয়াও সদকা। (তিরমিযী, ৩/৩৮৪, হাদীস ১০৬৩)

দ্বীনি লোকেরা দুনিয়াবী লোকের প্রতি ঈর্ষা করা কেমন?

প্রশ্ন: অনেক সময় দ্বীনি শ্রেণির সাথে সম্পর্কিত লোকেরা দুনিয়াবী শ্রেণির লোকেদের রাখঢাক দেখে ঈর্ষান্বিত হয়, এরূপ পরিস্থিতিতে কি করা উচিৎ? [১]

উত্তর: যদি কোন আলিম বা হাফিয সাহেব এটা ভাবে যে, "আমি ইলম অর্জন করেছি, এর এত বেশি ফযীলত এবং মর্যাদা, কিন্তু আমার কাজ হলো ইমামতি করা আর বেতন এত কম, আর অমুক ব্যক্তি সুদি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে, না তার দাড়ি আছে, না ইসলামী পোশাক আর না তার নিকট ইলমে দ্বীন রয়েছে, তার তো এত বেশি বেতন।" তো তাদেরকে বলা হবে যে, "ঠিক আছে, আপনাকে বড় কোন সার্ভিস দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু শর্ত হলো যে, আপনাকে ইলমে দ্বীন ভূলিয়ে দেয়া হবে, কোরআন হিফযও ভূলিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর আপনি আর হাফিয সাহেব থাকবেন না, আপনি

১... এই প্রশ্নটি আমীরে আহলে সুন্নাতের বাণীসমগ্র বিভাগ থেকে রাখা হয়েছে, আর উত্তর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদানকৃত।
(আমীরে আহলে সুন্নাতের বানীসমগ্র বিভাগ)

হযরত, মাওলানা, دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থাকবেন না, বরং Mister বলা হবে। এটা কি আপনি মানবেন?" স্বভাবত এসব শুনে অস্বীকার করে দিবে যে, "না, এটা মূর্খতা।" ইলমে দ্বীন এবং কোরআনের হিফযের গুরুত্ব রয়েছে, মূলত ধনী তো আপনি। তার নিকট যা দুনিয়াবী ডিগ্রি রয়েছে তা কবরে কাজে আসবে না, আর আপনার ইলমে দ্বীন ও কোরআনের হিফযের ডিগ্রি কবর ও আখিরাতে কাজে আসবে। আপনি আপনার গমে ছোট্ট দানা দেখে একথা বলছেন, অথচ সামনে যেই সৌন্দর্য দেখা যাচ্ছে তা হলো বুদবুদ, এর দিকে হাত বাড়ালেই ফেটে যাবে। আর আপনার গমের এই ছোট্ট দানাই আপনার প্রাণ ও ঈমান বাঁচাবে। এই গমের দানাই হলো আপনার পাথেয়। যদি এটাও না থাকে তবে অনেক সময় গর্ব মানুষকে কুফর পর্যন্ত নিয়ে যায়।

কাজ শেষ হতে হতে কেনো আটকে যায়?

প্রশ্ন: কাজ শেষ হতে হতে আটকে যাওয়ার কারণ কি? **(SMS এর মাধ্যমে প্রশ্ন)**

উত্তর: মূল কারণ **আল্লাহই** জানেন। প্রায় এমন হয়ে থাকে যে, কাজ শেষ হতে হতে আটকে যায় যে, সেই কাজ না হওয়াতেই তার জন্য কল্যাণময় হয়ে থাকে। যেমন; স্কুটার

ঠিক করার জন্য দিয়েছিলেন এবং অনেক জরুরী কাজে কোথাও যাওয়ার ছিলো। যখন মেকানিকের নিকট গেলেন তখন সে বললো যে, "কাল পাবেন, একটি যন্ত্রাংশ আমি পাইনি, কাল বড় মার্কেটে যাবো, সেখান থেকে নিয়ে আসবো।" এখন বান্দা রাগে ও বিড়বিড় করে বাসে করে চলে গেলো। আর এতে উত্তমতার অবস্থা এটা যে, হয়তো "তাকদীরে মুয়াল্লাক" এটা ছিলো, যদি সে স্কুটারে যেতো তবে ট্রাকের সাথে সংঘর্ষ হতো, তার মাথা ফুটপাথের সাথে আঘাত লাগতো আর সে কোমায় চলে যেতো বা মারা যেতো। এটা বুঝানোর জন্য একটি উদাহরণ যে, আমাদের জন্য কোনটি উত্তম? আমরা জানি না, তাই **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ। **আল্লাহ পাক** যা করেন সঠিক করেন। এব্যাপারে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "**উয়ুনুল হিকায়াত**" এ গাধা, মোরগ এবং কুকুরের বিরাট একটি কাহিনী[১] রয়েছে। যদি কোন কাজ না হয় তবে কোন সমস্যা

---

১ ... এক নেককার ব্যক্তি বনে বাস করতেন, তার নিকট একটি মোরগ, একটি গাধা আরেকটি কুকুর ছিলো। মোরগটি তাকে ভোরে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিতো, গাধাটি দিয়ে তিনি পানি উঠাতেন এবং বিভিন্ন জিনিসপত্র আনানেয়া করতেন। কুকুর তার আসবাবপত্রসহ সবকিছুর পাহারা দিতো। একদিন হলো কি, শিয়াল এসে তার মোরগটি খেয়ে ফেললো। নেককার বান্দাটি বললো: "**আল্লাহ পাক** যা করেন ভালোর ☛

নেই, আজ নয় তো কাল হয়ে যাবে। হয়তো এই কাজটি না হওয়াতেই কোন হিকমত রয়েছে। যেমন; যদি আমরা ধনী হচ্ছিনা তবে হয়তো এটা আমাদের জন্য ভাল, কেননা হয়তো

☛ জন্যই করেন। (অর্থাৎ তিনি ধৈর্য ধারণ করলেন, **আল্লাহ পাকের** উপর সন্তুষ্ট থাকলেন)।" কিন্তু পরিবারের অন্যরা এতে খুবই মনক্ষুন্ন হলো, তারা সেটিকে ক্ষতি হিসেবেই দেখলো। কিছুদিন পর একটি নেকড়ে এসে গাধাটিকে আক্রমণ করলো এবং ছিঁড়ে-ফেঁড়ে খেয়ে ফেললো। পরিবারের লোকেরা এতে খুবই দুঃখ পেলো, আহাজারি করতে লাগলো। তারা এটিকেও ক্ষতি হিসেবে দেখলো। কিন্তু নেককার বান্দাটি মুখ দিয়ে ধৈর্যহারা কোন বাক্য বের করলেন না, বরং তিনি বললেন: "গাধাটির মরে যাওয়াতেই আমাদের কোন না কোন মঙ্গল রয়েছে।" কিছুদিন পর কুকুরটিরও রোগ দেখা দিলো। অবশেষে কুকুরটিও মরে গেলো, কিন্তু নেককার বান্দাটি কুকুরটি হারিয়েও অধৈর্য হলেন না, বরং একই কথা বললেন: "কুকুরটি মারা যাওয়াতে আমাদের জন্য মঙ্গলই নিহিত রয়েছে।" দিন যেতে লাগলো, কিছুদিন পর শত্রু এসে রাতের বেলায় বনের লোকালয়ে হামলা চালাল, যারা বনে বসবাস করতো সবাইকে তারা বন্দি করে নিয়ে গেলো, তারা জীব-জন্তু পোষতো, সেগুলোর আওয়াজ শুনে শুনে শত্রুরা সেদিকে আক্রমণ করেছিলো। জীব-জন্তুর শব্দ শুনেই তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, এখানে নিশ্চয় লোকালয় রয়েছে। তারপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের সবাইকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু নেককার বান্দাটির ঘর-বাড়ি, মালা-মাল সবকিছু নিরাপদ রইলো। তিনি ও তার পরিবার শত্রুর আক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। কারণ তার পোষা জীব-জন্তু ছিলো না, যেগুলোর শব্দ শুনে শত্রু সেদিকে আসবে। এবার নেককার বান্দাটির বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়ে গেলো যে, **আল্লাহ পাকের** যেকোন কাজে কোন না কোন হিকমত অবশ্যই থাকে। **(উয়ুনুল হিকায়াত (অনুদিত), ১/১৮৭)**

যদি ধনী হয়ে যাই তবে অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাবো যে, সম্পদ যখন আছে তবে গুনাহের উপায় অনেক হয়ে যায়। যদি সম্পদ না থাকে তবে গুনাহের জিনিস কিনাও কঠিন হবে আর এভাবে মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে যাবে। এটাও হতে পারে যে, ধনী হওয়ার পর গরীবদেরকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখবো আর অহঙ্কারে পরে যাবো, তাই যদি সম্পদ না থাকে তবে ভাল যে, বান্দা অহঙ্কারের বিপদ থেকে বেঁচে থাকবে। আমাদের নিকট যাই কম রয়েছে, সেই কমেও **আল্লাহ**র কৃতজ্ঞতা আদায় করবো, কেননা হয়তো এই কমের কারণে আমরা পরীক্ষা থেকে নিরাপদ রয়েছি। সৌন্দর্যও এক প্রকার পরীক্ষা হয়ে থাকে। যদি সুন্দর না হয় তবে অনেক সময় মানুষ আফসোস করে আর এটা মহিলাদের মাঝে বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু এমনতো হয় যে, অনেক মহিলা তাদের সৌন্দর্যের কারণে অপহৃত হয়ে যায় বা বিপদে পরে যায়, তাই যদি কারো মাঝে সৌন্দর্য না থাকে তবে এটাও তার জন্য নিরাপত্তার একটি উপায় হতে পারে। **আল্লাহ পাক** যে অবস্থায় রেখেছে, বান্দার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিৎ যে, হে **আল্লাহ**! তোমার হিকমত আমি বুঝবো না। ব্যস এটাই দোয়া করুন: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ۔ অর্থাৎ হে **আল্লাহ**!

www.dawateislami.net

আমি দুনিয়া এবং আখিরাতে তোমার নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

বিপদাপদের ফযীলত এবং ২০টি রূহানী চিকিৎসা

❋ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী: (১) মুসলমানের যেকোন কষ্ট, রোগ, দুঃখ, পেরেশানি, যন্ত্রণা এবং শোক আসে, এমনকি যদি সে কাটাও বিদ্ধ হয়, **আল্লাহ পাক** এর কারণে তার গুনাহ মিটিয়ে দেন। (বুখারী, ৩/৪, হাদীস ৫৬৪১) (২) কিয়ামতের দিন যখন বিপদগ্রস্থ লোকদের সাওয়াব দেয়া হবে তখন নিরাপত্তার সহিত থাকা ব্যক্তিরা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, "আহ! দুনিয়ায় যদি তার চামড়া কাঁচি দিয়ে কাটা হতো।" (তিরমিযী, ৪/১৮১, হাদীস ২৪১০) (৩) যে ব্যক্তি একরাত অসুস্থ্য রইলো, ধৈর্যধারণ করলো এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট রইলো তবে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো, যেনো তার মা তাকে আজই জন্ম দিলো। (নাওয়াদিরুল উসুল, ৩/১৪৭)

বে সুহনা মেরে দুখ ভিচ রাজি তে মে সুখ নুঁ চুল্লে পাওয়াঁ হো

❋ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরতে উম্মুস সায়েবের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন, ইরশাদ করলেন:

তোমার কি হয়েছে যে, কাঁপছো? আরয করলেন: জ্বর, **আল্লাহ পাক** এতে বরকত না দিক। ইরশাদ করলেন: জ্বরকে মন্দ বলো না, কেননা তা মানুষের গুনাহকে এমনভাবে দূর করে, যেমন চুল্লি লোহার ময়লাকে। (মুসলিম, হাদীস ২৫৭৫)

❋ হযরত আতা বিন আবু রাবাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا আমাকে বললেন: আমি কি তোমাকে জান্নাতবাসীদের মধ্যে কোন মহিলাকে দেখাবো? আমি আরয করলাম: অবশ্যই দেখান। বললেন: এই হাবশী মহিলা, যখন সে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এলো তখন সে আরয করলো: আমার মৃগী রয়েছে, যার কারণে আমার সতর অর্থাৎ পর্দা খুলে যায়, অতএব **আল্লাহ পাকে**র নিকট আমার জন্য দোয়া করুন। ইরশাদ করলেন: যদি তুমি চাও তবে ধৈর্যধারণ করো এবং তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে আর যদি চাও তবে আমি **আল্লাহ পাকে**র নিকট তোমার জন্য দোয়া করবো যে, তিনি যেনো তোমাকে সুস্থ্য করে দেন। তখন সে আরয করলো: আমি ধৈর্যধারণ করবো। অতঃপর আরয করলো: আমার পর্দা খুলে যায়, **আল্লাহ পাকে**র নিকট দোয়া করুন, যেনো আমার পর্দা না খুলে। অতঃপর **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তার জন্য দোয়া করলেন।

(বুখারী, ৪/৬, হাদীস ৫৬৫২)

❋ হযরত দাহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী: যে ব্যক্তি প্রতি চল্লিশ রাতে একবারও বিপদ বা চিন্তা ও পেরেশানিতে লিপ্ত হবে না, তার জন্য **আল্লাহ**র নিকট কোন মঙ্গল নেই।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৫ পৃষ্ঠা)

আমার অসুস্থ ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা? অসুস্থতা এবং বিপদ কত বড় নেয়ামত যে, এর বরকতে **আল্লাহ পাক** বান্দার গুনাহ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, নিঃসন্দেহে রোগ হোক বা ক্ষত, মানসিক টেনশন হোক বা আতঙ্ক, ঘুম কম হোক বা মানসিক রোগ, সন্তানের কারণে দুঃখ হোক বা নিঃসন্তানের বেদনা, সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ করুন, কেননা অধৈর্য হওয়াকে কষ্ট কমে যায় না উল্টো ক্ষতিই হয়ে থাকে এবং তাও অনেক বড় ক্ষতি অর্থাৎ ধৈর্যের মাধ্যমে হাতে আসা সাওয়াবই নষ্ট হয়ে যায়। মনে রাখবেন! সবচেয়ে ভয়ঙ্কর রোগ হলো কুফরের রোগ আর গুনাহের রোগও খুবই উদ্বেগজনক। বিপদাপদ এবং রোগ ও পেরেশানি মানুষের নিকট গোপন করা সাওয়াবের কাজ। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যার সম্পদ বা প্রাণে বিপদ আসলো অতঃপর সে তা গোপন রাখলো এবং মানুষকে অভিযোগ করলো না তবে **আল্লাহ পাকে**র হক হলো যে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া।" (মু'জামু আওসাত, ১/২১৪, হাদীস ৭৩৭)

❋ হযরত শায়খ সাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার নদীর ধারে এক বুযুর্গ উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁর মুবারক পায়ে চিতা কামড় দিয়েছিলো এবং ক্ষত খুবই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছিলো। লোকেরা জড়ো হয়েছিলো এবং তাঁর প্রতি সদয় হচ্ছিলো। কিন্তু তিনি বলছিলেন: কোন চিন্তার কারণ নেই, এটা তো কৃতজ্ঞতার বিষয় যে, আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ্য হয়েছি, যদি আমি গুনাহের রোগে লিপ্ত হয়ে যেতাম তবে কি করতাম! (গুলিস্তানে সা'দী, ৬০ পৃষ্ঠা)

(১) **রোজগারের জন্য:** يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابِ ৫০০ বার শুরু ও শেষে দরূদ শরীফ **১১** বার করে ইশার নামাযের পর অযু অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে খালি মাথায় এমন স্থানে পাঠ করবে যে, যেখানে মাথা ও আসমানের মধ্যে কোন কিছু প্রতিবন্ধক না থাকে, এমনকি মাথায় টুপিও থাকবে না। ইসলামী বোনেরা এমন স্থানে পাঠ করুন, যেখানে অপরিচিত নামুহরিমের দৃষ্টি যাতে না পরে। اِنْ شَآءَ الله রিযিকের অভাব দূর হবে। (২) يَا اَللّٰه **১০১** বার কাগজে লিখে তাবীয বানিয়ে বাহু বা গলায় বেঁধে নিন, জায়িয কাজকর্ম এবং হালাল চাকরীতে মন লেগে যাবে। (৩) ৭ দিন পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর يَا رَزَّاقُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا سَلَامُ **১১২**বার পাঠ করে দোয়া করুন,

اِنْ شَآءَ الله রোগবালাই, অভাব ও অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি অর্জিত হবে। (৪) **চুরি থেকে নিরাপত্তা:** يَا جَلِيْلُ ১০ বার পাঠ নিজের মালপত্র ও টাকা পয়সা ইত্যাদিতে দম করে দিন, اِنْ شَآءَ الله তা চুরি থেকে নিরাপদ থাকবে। (৫) **বিবাহের জন্য:** যেসকল মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে না বা বাগদান হয়ে ভেঙ্গে যায়, তারা ফজরের নামাযের পর يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام ৩১২ বার পাঠ করে নিজের জন্য নেক সম্পর্কের দোয়া করুন, اِنْ شَآءَ الله দ্রুত বিবাহ হবে এবং স্বামীও নেককার হবে। (৬) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ১৪৩ বার লিখে তাবীয বানিয়ে যুবকের তাদের বাহুতে বাঁধবে বা গলায় পরিধান করে নিবে, তার দ্রুত বিবাহ হয়ে যাবে এবং ঘরও ভাল চলবে। (৭) **পুত্র সন্তানের জন্য:** يَا مُتَكَبِّرُ ১০বার, স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বে পাঠকারী নেককার ছেলের পিতা হবে। (৮) গর্ভবতী শাহাদত আঙ্গুল নিজের নাভীর চারপাশে ঘুরাতে ঘুরাতে يَا مَتِيْنُ ৭০বার পাঠ করুন। এই আমল ৪০দিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখুন, **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে পুত্রসন্তান প্রদান করা হবে। এই আমলটিতে প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা রয়েছে। যেকোন রোগী এই আমল করলে اِنْ شَآءَ الله আরোগ্য লাভ হবে। (নাভী থেকে কাপড় সরানোর প্রয়োজন নেই, কাপড়ের উপরেই এই আমল করবে) (৯) গর্ভবতীর পেটে

হাত রেখে স্বামী এভাবে বলুন: “اِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ سَمَّيْتُه مُحَمَّدًا۔ অনুবাদ: যদি ছেলে হয় তবে আমি তার নাম মুহাম্মদ রাখলাম।” (اِنْ شَآءَ الله ছেলে জন্ম হবে। যদি বলার সময় আরবী ইবারতের অর্থ মনে থাকে তবে অনুবাদের বাক্য বলার প্রয়োজন নেই অন্যথায় অনুবাদও বলুন)

(১০) **শত্রু থেকে নিরাপত্তার জন্য:** لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ চলতে ফিরতে উঠতে বসতে অধিকহারে পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله শত্রু থেকে নিরাপদ থাকবে। (১১) **হারিয়ে যাওয়া মানুষ ইত্যাদি ফিরে পাওয়া এবং প্রত্যেক চাহিদা পূরণের জন্য: আল্লাহ পাকের** রহমতের প্রতি প্রচন্ড ভরসা সহকারে চলতে ফিরতে, অযু অবস্থায় ও অযুবিহীন অধিকহারে يَا رَبِّ مُوْسٰى يَا رَبِّ كَلِيْمٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط পাঠ করতে থাকুন। এর মাঝে কয়েকবার দরূদ শরীফও পাঠ করে নিন। হারিয়ে যাওয়া মানুষ, স্বর্ণ, মালামাল, গাড়ি ইত্যাদি اِنْ شَآءَ الله পেয়ে যাবে। বরং অন্যান্য চাহিদার জন্যও এই আমল উপকারী। (১২) **জ্বিনের আসরের রূহানী চিকিৎসা:** لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ৪১ বার লিখে (বা লিখিয়ে) প্লাস্টিক কাটিং করে চামড়া বা রেক্সিন অথবা কাপড়ে সেলাই করে বাহুতে বা গলায় পরিধান করে নেয়াতে اِنْ شَآءَ الله জ্বিনের

আসর দূর হবে। (১৩) **জাদুর রূহানী চিকিৎসা:** لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১০১বার পাঠ করে যাকে জাদু করা হয়েছে তার উপর দম করুন বা এটি লিখে (বা লিখিয়ে) ধুয়ে পান করান, তবে اِنْ شَآءَ الله জাদুর প্রভাব শেষ হয়ে যাবে। (১৪) **যদি ঘুম না আসে তবে:** যদি ঘুম না আসে তবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১বার পাঠ করে নিজের উপর দম করে দিন, اِنْ شَآءَ الله ঘুম এসে যাবে। (১৫) **ক্যান্সারের রূহানী চিকিৎসা:** আগে ও পরে এগারো বার দরূদে ইব্রাহিমী এবং মাঝখানে "সূরা মরিয়ম" পাঠ করে পানিতে দম করুন, প্রয়োজনে আরো পানি মিশাতে থাকুন, রোগী সেই পানি সারাদিন পান করবে, এই আমল ৪০দিন পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে করতে থাকুন, اِنْ شَآءَ الله আরোগ্য লাভ হবে। (অন্য কেউও পাঠ করে দম করে রোগীকে পান করাতে পারবে) (১৬) **জ্বরের রূহানী চিকিৎসা:** يَا غَفُوْرُ কাগজে তিনবার লিখে (বা লিখিয়ে) প্লাস্টিক কাটিং করে চামড়া বা রেক্সিন অথবা কাপড়ে সেলাই করে গলায় পরিধান করুন বা বাহুতে বেঁধে নিন, اِنْ شَآءَ الله সকল প্রকার জ্বর থেকে মুক্তি অর্জিত হবে। (১৭) **হেপাটাইটিসের রূহানী চিকিৎসা:** প্রতিবার بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط সহকারে "সূরা কোরাইশ" ২১ বার (আগে ও পরে ১১বার দরূদ শরীফ) পাঠ করে (বা

পাঠ করিয়ে) যমযম শরীফের পানি বা ঐ পানি যাকে যমযম শরীফের পানির কয়েক ফোঁটা মেশানো আছে, দম করুন এবং প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাতে পান করুন। اِنْ شَآءَ الله ৪০ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়ে যাবে। (শুধু একবার দম করা পানিই যথেষ্ট, প্রয়োজনে আরো পানি মিশিয়ে নিন)

(১৮) পিত্ত ও মুত্রাশয়ের পাথরের রূহানী চিকিৎসা: لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله ৪৬ বার সাদা কাগজে লিখে পানিতে ধুয়ে পান করাকে পিত্ত ও মুত্রাশয়ের পাথর اِنْ شَآءَ الله ভেঙ্গে কণা কণা হয়ে বের হয়ে যাবে। (চিকিৎসার সময়সীমা: আরোগ্য লাভ না করা পর্যন্ত)

(১৯) হৃদয় ও বুকের রোগের রূহানী চিকিৎসা: لَآ اِلٰهَ اِلَّا الله ৭৫ বার পাঠ করে হৃদয়ে ছিদ্র বিশিষ্ট শিশু তাছাড়া আতঙ্ক, হৃদয় ও বুকের সকল রোগীর বুকে দম করা **আল্লাহ পাকের** দয়ায় উপকারী। (২০) **সকল প্রকার রোগীর রূহানী চিকিৎসা:** يَا مُعِيْدُ স্থায়ী রোগী সর্বদা পাঠ করতে থাকবে, **আল্লাহ পাক** সুস্থ্যতা প্রদান করবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পেরেশানি দূর করার আমল

হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رضی اللہ عنہ বলেন: যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা ৭বার করে পাঠ করবে;

حَسْبِيَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

(অনুবাদ: আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত নেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি) আল্লাহ পাক তার বাস্তবিক ও ভাবনা মূলক সকল পেরেশানির মধ্যে সাহায্য করবেন।

(আবু দাউদ, ৪/৪১৬, হাদীস: ৫০৮১)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net